শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

নম্বর: ৪৬.০০.০০.০০০০.০৪২.১৯.০০৭.১৯.**৬৭৬**

তারিখ: ০৪ জৈষ্ঠ ১৪২৯ / ১৮ মে ২০২২

বিষয়: গাইবান্ধা জেলা পরিষদে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল।

সূত্র: গাইবান্ধা জেলা পরিষদের স্মারক জেপ/গাই/২০২১-২২/১৭০, তারিখ: ০৯ আগষ্ট ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে গাইবান্ধা জেলা পরিষদে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: অভিযোগের ছায়ালিপি।

১৮/০৫/২০২২

এ কে এম মিজানুর রহমান
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৫৫৬৮
Email:lgzp@lgd.gov.bd

উপসচিব
জেলা পরিষদ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।

জেলা পরিষদ
গাইবান্ধা

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নম্বরঃ ৫২৬
তারিখঃ ৯/৮/২২
স্বাক্ষর

স্মারক নং- জেপ/গাই/ ২০২১-২২/৮৭০

তারিখ ঃ ০৯ আগষ্ট ২০২১ খ্রিঃ
২৫ শ্রাবণ ১৪২৮ বঃ

বিষয়ঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা এর গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার কারনে জেলা পরিষদের আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত।

সূত্রঃ ১) গাইবান্ধা জেলা পরিষদ মালিকানাধীন খেয়াঘাট ইজারা বিজ্ঞপ্তি।
২) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এর আহ্বায়ক হিসেবে গত ০৯/০৪/২০খ্রিঃ তারিখের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গাইবান্ধা জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ৫(পাঁচ) টি খেয়াঘাটের ১৪২৭বঃ সনের জন্য ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র গ্রহন এবং ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ নির্ধারন করে অত্র কার্যালয়ে ০৮/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের জেপ/গাই/২০১৯-২০/২৯২ নং স্মারকে ইজারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী ২৪/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখে দরপত্র যথারিতি দরপত্র গ্রহন করা হলেও ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র বাক্স না খুলে ২৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনার লকডাউনের অজুহাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে দরপত্র বাতিলের নোটিশ জারি করেন (কপি সংযুক্ত) ফলে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন প্যাকেজ নং-১ বেলকা ঘাটের ৫২,৩৭০/= টাকা, প্যাকেজ নং-৩- রজবখালী ঘাটের-১৩,০২,৯৬৫/=টাকা, প্যাকেজ নং-৪ সোনাকুড়ার ডারা ঘাটের-২,৫২,০৯২/= টাকা, প্যাকেজ নং-৫ মীরগঞ্জ ঘাটের-১৫,২৫,০০০/=টাকা সর্ব মোট= -৩১,৩২,৪২৭/-(একত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত সাতাশ) টাকা জেলা পরিষদের রাজস্ব আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

০২। জেলার ০৫ টি সংসদীয় এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন অর্থবছর এডিপি বিশেষ/সংরক্ষিত বরাদ্দের আওতায় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গন যথাসময়ে প্রকল্প তালিকা দাখিল করলেও প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলন প্রস্তুত না করায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয়নি। জেলা পরিষদের ০৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখের জেপ/গাই/২০১৯ নং স্মারকে এবং পরবর্তীতে জেলা পরিষদের ০৩/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থে এবং এডিপি সাধারন বরাদ্দসহ জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের আওতায় গৃহীত ও অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রাক্কলনসহ অন্যান্য তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলন দাখিল না করায় দরপত্র আহবানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অর্থ বছরে গৃহিত ও অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ায় মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গণ ভিষণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এতে জেলা পরিষদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে।

০৩। গাইবান্ধা জেলা পরিষদ মালিকানাধীন জায়গায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সদরে তিনতলা বিশিষ্ট বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে গত-২৫/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র প্রক্রিয়া সঠিক থাকলেও যথাযথ দরপত্র না পাওয়ায় গত-২২/১১/২০২০ খ্রিঃ তরিখে পুনঃ দরপত্র আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কিন্তু বার বার তাগাদা দেয়া হলেও জনাব সিরাজুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্বে থাকার পরও বর্নিত মার্কেটের পুনঃদরপত্র আহবান করেননি যা কর্তব্য কাজে অবহেলা ও কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার শামিল।

০৪। জেলা পরিষদের এডিপি/রাজস্ব অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের জারীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এর সমন্বয়ে গঠিত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্পগ্রহন করে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনক্রমে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এরূপ অনুমোদিত কিছু সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে অভিযোগ হওয়ায় গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধিবিধান অনুসরন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকল্পের চূড়ান্ত বিল প্রদান করা যাবে না এরূপ কোথাও উল্লেখ নেই। তদুপরি আইনের ভূল ব্যাখ্যা প্রদান করে বিল দেওয়া যাবে না নির্দেশনামূলক এখতিয়ার বহির্ভূত বক্তব্য প্রদান করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করেছেন যা বিধিবিধানের পরিপন্থী।

অতিঃ/যুগ্ম সচিব-প্রশাসন/উপজেলা/অডিট
নম্বর.............তারিখ.............
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ডাইরী নং- ৫৫৫
তারিখঃ ২২।৫।২০২২
উপসচিব
জেলা পরিষদ অধিশাখা

Order (Required)

প্রশাসন/প্রশাসন-১/২.............তারিখ ৯/৮/২২
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয়ও কাউন্সিল/জেপ)
যুগ্মসচিব(প্রশাসন)

Scanned with CamScanner

৫। জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে গাইবান্ধা জেলা পরিষদে কর্মরত। প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নথিতে অনুমোদনক্রমে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব জেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করে থাকেন। কিন্তু নথিতে এরূপ কোন অনুমোদন/সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনেক কার্যক্রমই তিনি সরাসরি এখতিয়ার বহির্ভূত ভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে বাস্তবায়ন করে থাকেন (কপি সংযুক্ত) যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞার শামিল।

৬। জেলা পরিষদের সকল কার্যক্রমের চূড়ান্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক বিধিবিধানের আলোকে আরোপিত নির্দেশনা প্রচলিত বিদ্যমান নিতিমালা অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব জেলা পরিষদের যেকোন কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন সে ক্ষেত্রে সকল ধরনের আবেদন চেয়ারম্যান/প্রধান নির্বাহী কে সম্বোধন করেই চিঠি পত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত চিঠি পত্র সমূহের বিষয়বস্তু অনুযায়ী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে চেয়ারম্যান/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কার্যবন্টন অনুযায়ী নথি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবেন। কিন্তু অনেক চিঠি পত্রেই কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ছাড়াই এখতিয়ার বহির্ভূত ভাবে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী নথি সংশ্লিষ্ট সহকারীদেরকে নথি উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করে বে-আইনি নির্দেশনা প্রদান করার শামিল।

জেলা পরিষদের অনেক নথি পর্যালোচনান্তে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান মনে করেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা এর স্বেচ্ছাচারিতা, কাজে গাফেলতি ও দায়িত্বহীনতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারনে জেলা পরিষদ কেন্দ্রীক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে প্রতিনিয়তই জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় গতিশীল কার্যক্রমে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সর্বোপরি জেলা পরিষদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নসহ জেলা পরিষদের খেয়াঘাট ইজারার ৩১,৩২,৪২৭/-(একত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত সাতাশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতির জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহ বিধিবিধানের কোন তোয়াক্কা না করায় ও প্রটোকল অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করায় তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এবং কর্তৃপক্ষের নিকট খেয়াঘাট ইজারার বিষয়ে মনগড়া ও ভুয়া তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করায় জেলা পরিষদের রাজস্ব আয় বাবদ = ৩১,৩২,৪২৭/-(একত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত সাতাশ) টাকা আদায়ের জন্য জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী জেলা পরিষদ গাইবান্ধা কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ গাইবান্ধার নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

০৮/৮/২১

মোহাঃ আব্দুর রউফ তালুকদার
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(ভাঃ)
জেলা পরিষদ গাইবান্ধা
ফোন- ০৫৪১-৫১৫৯৭ (অ)

প্রধান প্রকৌশলী,
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৩। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।
৪। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
৫। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ,গাইবান্ধা।

Scanned with CamScanner